(সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯২)
(WEEKLY BOOKLET: 192)

(আমীরে আহলে সুন্নাত এর লিখিত কিতাব "মাদানী পাঞ্জেসূরা"র একটি অংশ)

কুরআনী বিভিন্ন সূরার ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কুরআনী বিভিন্ন সূরার ফযীলত

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ **"কুরআনী বিভিন্ন সূরার ফযীলত"** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে কিয়ামতের দিন পবিত্র কোরআনের সুপারিশ নসীব করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবুল মুযাফ্ফর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খাইয়্যাম সমরকান্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি একদিন রাস্তা ভূলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ একভদ্র লোককে দেখতে পেলাম আর তিনি বললেন: আমার সাথে আসুন, আমি তাঁর সাথে চললাম, আমার ধারণা হলো যে, তিনি হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام আমার জিজ্ঞাসাতে তিনি তাঁর নাম খিজির বললেন, তাঁর সাথে আরো একজন বুযুর্গও ছিলেন, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাস করাতেই তিনি বললেন: এ হলো ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام আমি আরয করলাম: আল্লাহ পাক আপনাদের উপর রহমত বর্ষণ করুক, আপনারা উভয় হযরত কি হযরত মুহাম্মদ

www.dawateislami.net

মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছেন? তাঁরা বললেন হ্যাঁ! আমি আরয করলাম: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শ্রবণ কৃত বাণী বর্ণনা করুন যাতে আমি আপনাদের পক্ষ বর্ণনা করতে পারি, তারা বললেন: আমরা নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এটা বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তার অন্তর নেফাক থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেভাবে পানির দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যায়। এমনকি যে ব্যক্তি "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করবে তবে সে যেন তার উপর রহমতের ৭০ টি দরজা খোলে নিল।

(আল কুউলিল বদী ২৭৭ পৃষ্ঠা, যযবুল কলুব ২৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকে কুরআনের মহান মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ দৈনিক এক বার কুরআন শরীফ খতম করতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ সর্বদা দিনের বেলায় রোজা রাখতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। যেই মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন সেই মসজিদে অবশ্যই দুই রাকাত (তাহিয়াতুল মসজিদের) নামায অবশ্যই আদায় করতেন। তিনি **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: আমি জামে মসজিদের প্রতিটি স্তম্ভের পাশেই পবিত্র কুরআনের খতম দিয়েছি এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করেছি। তিনি নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করাকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপর **আল্লাহ পাকের** এত বড় দয়া হল যে, ঈর্ষা চলে আসে। যেমন- ওফাতের পর দাফন করার সময় হঠাৎ করে একটি ইট কবরের ভিতর চলে যায়। লোকেরা যখন ইটটি নেওয়ার জন্য ঝুকল, তখন এটা দেখে, তারা হতবাক হয়ে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন! তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরিবারের লোকজনের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হল; তখন তাঁর শাহজাদী (কন্যা) বললেন: আমার সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রত্যহ এভাবে দোয়া করতেন; হে **আল্লাহ্**! তুমি যদি কাউকে ওফাতের পর কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য প্রদান করে থাক, তাহলে আমাকেও সেই মর্যাদা দান করিও। বর্ণিত রয়েছে; লোকজন যখনই তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাযার শরীফের পাশ দিয়ে গমন করত, তখন নূরানী কবর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৩৬২, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

আল্লাহ্ পাক রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাহান ময়লা নেহিঁ হোতা বদন ময়লা নিহিঁ হোতা
খোদা কে আউলিয়া কা তো কাফন ময়লা নিহিঁ হোতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একটি হরফে দশটি করে নেকী

কোরআনে মজীদ, ফোরকানে হামীদ **আল্লাহ্ পাকের** পবিত্র কালাম। কোরআন পড়া, পড়ানো, শোনা, শোনানো সবই সাওয়াবের কাজ। পবিত্র কোরআনের একটি হরফ পড়লে দশটি নেকী পাওয়া যায়। যেমন- **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর তথা, পবিত্র কোরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী লাভ করবে যা দশটি নেকীর সমান। আমি এটা বলছি না যে, الم একটি হরফ। বরং 'ا' একটি হরফ, 'ل' একটি হরফ এবং 'م' এটি হরফ।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৯১৯)

তিলাওয়াত কি তৌফিক দে দে ইলাহী
গুনাহোঁ কি হো দূর দিল ছে সিয়াহী।

‘সূরা হাশরের’ শেষ তিন আয়াত পাঠ করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা মা’কল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি সকালবেলায় তিনবার- اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ السَّمِیۡعِ الۡعَلِیۡمِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ পাঠ করবে এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, তাহলে **আল্লাহ্ পাক** তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নির্ধারণ করে দেন যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করেন, আর যদি সে ঐ দিন মারা যায়, তবে শহীদ হবে, এবং যদি সন্ধ্যাবেলায় পাঠ করে তবে সকাল পর্যন্ত এই ফযীলতই (পেতে থাকবে)।” (সুনানে তিরমিযী, ৪/৪২৩, হাদীস: ২৯৩১)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ

الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیۡ

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡمَلِكُ الۡقُدُّوۡسُ السَّلٰمُ الۡمُؤۡمِنُ

الۡمُهَیۡمِنُ الۡعَزِیۡزُ الۡجَبَّارُ الۡمُتَكَبِّرُ ؕ سُبۡحٰنَ اللّٰهِ

www.dawateislami.net

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরা বাকারার শেষ আয়াত পাঠ করার ৩টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা নোমান বিন বশির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযূরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ পাক** জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। অতঃপর এর মধ্য থেকে সূরা বাকারার শেষ দুইখানা আয়াত নাযিল করেছেন। যেই ঘরে তিন রাত পর্যন্ত এই দুই আয়াত পড়া হবে শয়তান সেই ঘরের নিকটেও আসবে না।" (সুনানে তিরমিযী, ৪/৪০৪, হাদীস: ২৮৯১)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম,** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত **আল্লাহ্ পাকের** ঐ ধন-ভান্ডারের

অন্তর্ভূক্ত, যা আরশের নিচে অবস্থিত। **আল্লাহ্ পাক** আমাকে এই দুইটি আয়াত দান করেছেন। এগুলোকে তোমরা শিখে নাও এবং আপন স্ত্রীদেরকে (মহিলাদেরকে) এবং বাচ্চাদের শিখাও, এটি নামায এবং কোরাআনেও দোয়া।” (মুস্তাদরাক, ২/২৬৮, হাদীস: ২১১০)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত রাতে পাঠ করবে, সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।” (সহীহ বুখারী, ৩/৪০৫, হাদীস: ৫০০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা বাকারার আয়াত দু’টি যথেষ্টতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এই দুই আয়াত তার জন্য সেই রাতের জাগরণ (তথা রাতের ইবাদত) এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। অথবা সেই রাতে তাকে শয়তান থেকে নিরাপদে রাখবে। একটি বর্ণনা এমনও আছে, সেই রাতে অবতরণকারী বিপদাপদ থেকে বাঁচাবে। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ **(আল্লাহ পাক** অধিক জ্ঞাত) (ফাতহুল বারী, ১০/৪৮)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ٝ غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا
يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ
اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ
وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ
مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: রাসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে **আল্লাহ্**, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে এ কথা বলে যে, আমরা তাঁর কোন রাসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করি না এবং আরয করেছে: আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। তোমার ক্ষমা হোক! হে প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **আল্লাহ্** কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। তার জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখো না, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরা ফাতিহার ৪টি ফযীলত

(১) সরদারে দো'জাহান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সূরা ফাতিহা সকল রোগের ঔষধ।" এই সূরার এক নাম শা'ফিয়া" এবং আরেক নাম "সূরাতুশ শেফা" এজন্য এটি প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা।

(সুনানে দারেমী, ২/৫৩৮, হাদীস: ৩৩৭০, খাশিয়াতুস সারী, ১/১৩)

(২) ১০০বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে যে দোয়া করা হবে তা **আল্লাহ্ পাক** কবুল করবেন। **(জান্নাতী যেওর, ৫৮৭ পৃষ্ঠা)**

(৩) বুযুর্গরা বলেছেন: ফযরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীকে ফুঁক দিলে প্রশান্তি লাভ হয় এবং চোখের ব্যথা দ্রুত ভাল হয়ে যায়। আর যদি ততবার পাঠ করে নিজের থুথু চোখে লাগিয়ে দেওয়া হয় তবে (তা) অনেক উপকারী। **(প্রাগুক্ত, ৫৮৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) লাগাতার সাত দিন পর্যন্ত দৈনিক ১১ হাজারবার শুধু এতটুকু পড়ুন যে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ আগে ও পরে ৩বার করে দরূদ শরীফও পাঠ করুন। রোগ ও বিপদাপদ দূর করার জন্য (এটা) খুবই পরীক্ষিত আমল।

(জান্নাতী যেওর, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

সূরা কাহাফের ৪টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযেব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন, এমতাবস্থায় তার ঘরে একটি পশু বাঁধা ছিলো। হঠাৎ ঐ পশুটি ছুটা-ছুটি করতে লাগল। ঐ ব্যক্তিটি দেখলো যে, একটি মেঘ তাকে (ঢেকে) রেখেছে। ঐ ব্যক্তি **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট ঐ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে অমুক! তিলাওয়াত করতে থাকো। কেননা, এটা প্রশান্তি। যা কোরআন তিলাওয়াত করার সময় অবতীর্ণ হয়।" (সহীহ মুসলিম, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৫৭)

(২) হযরত সায়্যিদুনা মু'য়াজ বিন আনাস জুহনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শুরু এবং শেষ থেকে তিলাওয়াত করবে, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু নূর আর নূরই হবে। আর যে ব্যক্তি এটি (সূরা কাহাফ) পরিপূর্ণ তিলাওয়াত করবে তার জন্য আসমান ও জমিনের মাঝখানে নূর হবে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে মুয়াজ বিন আনাস, ৫/৩১১, হাদীস: ১৫৬২৬)

www.dawateislami.net

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করে, তার জন্য দুই জুমার মধ্যখানে একটি নূর আলোকিত করে দেয়া হয়।” অন্য একটি বর্ণনায় আছে; “যে ব্যক্তি জুমার রাতে পাঠ করে তার এবং বায়তুল্লাহ শরীফের মাঝখানে একটি নূর আলোকিত করে দেয়া হয়।”

(শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৭৪, হাদীস: ২৪৪৪)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) সূরা কাহাফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।” অন্য একটি বর্ণনায় আছে; “যে (ব্যক্তি) সূরা কাহাফের শেষ ১০ আয়াত মুখস্থ করবে (সে) দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে।” **(সহীহ মুসলিম, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০৯)**

সূরা ইয়াছিন শরীফের ১৪টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা মা’কিল বিন ইয়াছার رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “সূরা

ইয়াছিন কুরআন শরীফের হৃদয়। যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি এবং পরকালের মঙ্গলের জন্য এটা পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৭/২৮৬, হাদীস: ২০৩২২)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় আছে আর কুরআনের হৃদয় হলো; “সূরা ইয়াছিন”। আর যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াছিন পাঠ করবে, তার জন্য ১০বার কুরআন খতম করার সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।”

(সুনানে তিরমিযী, ৪/৪০৬, হাদীস: ২৮৯৬)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, তাজেদারে দো’আলম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, সূরা ইয়াছিন আমার উম্মতের সকল মানুষের অন্তরে (মুখস্থ) থাকুক।” (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি সর্বদা প্রতি রাতে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করতে

থাকে, অতঃপর মারা যায়, তাহলে সে শহীদ (হিসাবে) মৃত্যু বরণ করবে।” (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবু রাবাহ তাবেয়ী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম,** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, তার সকল উদ্দেশ্যকে পূরণ করে দেয়া হবে।” (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭/৩৮)

(৬) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا বলেন: “যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াছিনের তিলাওয়াত করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ দিনের সহজতা দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের প্রথম ভাগে এর তিলাওয়াত করবে, তাকে সকাল পর্যন্ত ঐ রাতের সহজতা দান করা হবে।

(আদ্ দুররুল মনছুর, ৭/৩৮)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যেই মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করা হয়, **আল্লাহ্ পাক** তার উপর (তার রূহ কবজ করার ক্ষেত্রে) নম্রতা (সহজতা) প্রদর্শন করেন।” (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭/ ৩৮ পৃষ্ঠা)

(৮) হযরত সায়্যিদুনা আবু কালাবা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: “যে ব্যক্তি সূরা ইয়াছিনের

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত করলো, তার (গুনাহ) ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি খাওয়ার সময় তার (অর্থাৎ খাবারের) স্বল্পতাবস্থায় তিলাওয়াত করে, তাহলে তা (তিলাওয়াত) এটাকে (খাবারকে) যথেষ্ট করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট এর তিলাওয়াত করলো **আল্লাহ্ পাক** (তার উপর) মৃত্যুর সময় নম্রতা (সহজতা) প্রদর্শন করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলার নিকট তার বাচ্চা প্রসবের সংকটাপন্ন অবস্থায় সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করলো, তাহলে তার (ঐ মহিলার জন্য) কষ্ট লাঘব হবে। আর যে ব্যক্তি এর তিলাওয়াত করলো, সে যেন ১১বার (সম্পূর্ণ) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলো। প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হলো সূরা ইয়াছিন।” (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭/৩৯ পৃষ্ঠা)

(৯) হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করবে, তবে সে একটি পেয়ালায় ‘জাফরান’ দ্বারা یٰسٓ وَ الۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ লিখবে, অতঃপর তা পান করে নিবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তার অন্তর নরম হয়ে যাবে।) (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭/৩৯ পৃষ্ঠা)

(১০) আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিন আপন পিতা মাতা উভয়ের কিংবা একজনের কবর যিয়ারত করলো এবং তাদের পাশে (সূরা) ইয়াছিন তিলাওয়াত করলো, তাহলে **আল্লাহ পাক** প্রতিটি হরফের বিনিময়ে তাকে (কবরবাসীকে) ক্ষমা ও মাগফিরাত দান করেন।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৭/৪০)

(১১) হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন আমর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেছেন: মাশায়েখে কিরামগন رَحِمَہُمُ اللہ বলেন: "যখন আপনি মৃত্যু পথযাত্রীর নিকট সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবেন, তখন তার মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করে দেয়া হবে।" (আদ্ দুররুল মনছুর, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(১২) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) সূরা ইয়াছিন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ১/২৯৮, হাদীস: ৪)

(১৩) হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআনে হাকীমে এমন এক সূরা রয়েছে যাকে **আল্লাহ পাকের** নিকট "আজীম" (তথা মহান) বলা হয়। তা পাঠ কারীকে **আল্লাহ পাকের** নিকট "শরীফ" (তথা সম্মানিত) বলা হয়। এর পাঠকারী কিয়ামতের দিন রবিয়া ও মুদার গোত্রের চাইতে বেশি লোকের সুপারিশ করবে। আর সেই (সূরাটি হলো) সূরা ইয়াছিন।"

(দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(১৪) শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ "জান্নাতী যেওর" নামক কিতাবের ৫৯৪ পৃষ্ঠায় সূরা ইয়াছিন পাঠ করার অনেক বরকত লিপিবদ্ধ করেছেন: (১) ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পড়লে, পরিতৃপ্ত করা হবে। (২) তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পড়লে, তৃষ্ণা দূর করা হবে। (৩) উলঙ্গ ব্যক্তি পড়লে, পোষাক পাবে। (৪) অবিবাহিত পুরুষ পড়লে, খুব দ্রুত তার বিবাহ হয়ে যাবে। (৫) অবিবাহিতা মহিলা পাঠ করলে, দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। (৬) রোগী পাঠ করলে, সুস্থতা লাভ করবে। (৭) কয়েদী পাঠ করলে, মুক্ত হয়ে যাবে। (৮) মুসাফির

পাঠ করলে, সফরে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ হবে। (৯) চিন্তিত ব্যক্তি পড়লে, তার চিন্তা পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। (১০) যার কোন জিনিস হারিয়ে গেছে, সে পড়লে যা হারিয়ে গেছে তা পেয়ে যাবে। সূরা ইয়াছিনের একটি আয়াত রয়েছে: سَلٰمٌ ۟ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِیۡمٍ ﴿۵۸﴾ (আয়াত: ৫৮) এই আয়াতকে ১৪৬৯বার পড়ুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ যে আশায় পাঠ করবেন আশা পূর্ণ হবে। খাজা দিরবী লিখেছেন: এটা পরীক্ষিত سَلٰمٌ ۟ قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِیۡمٍ ﴿۵۸﴾ (আয়াত: ৫৮) এই আয়াতটিকে একটি কাগজের পাঁচটি স্থানে লিখে তাবিজ হিসাবে বেঁধে নিলে দূর্ঘটনা, চুরি ইত্যাদি (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদ থাকবেন। যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াছিন পাঠ করবে তার সারা দিন ভাল যাবে। আর যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করবে তার সারা রাত ভাল কাটবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "সূরা ইয়াছিন হলো, কুরআনের হৃদয়।" (জান্নাতী যেওর, ৫৯৪ পৃষ্ঠা)

সূরা দুখান এর ৩টি ফযীলত

(১) **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে,

www.dawateislami.net

তাহলে সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল হওয়া পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে।”

(সুনানে তিরমিযী, ৪/ ৪০৬, হাদীস: ২৮৯৭)

(২) **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) বৃহস্পতিবার রাতে সূরা দুখান পাঠ করলো, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”

(সুনানে তিরমিযী, ৪/ ৪০৭, হাদীস: ২৮৯৮)

(৩) **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) জুমার দিন কিংবা রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।”

(মু'জামুল কবীর, ৮/২৬৪, হাদীস: ৮০২৬)

সূরা ফাতাহ এর ৩টি ফযীলত

(১) হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় মক্কায়ে মুকার্‌রমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার (মধ্যবর্তী) রাস্তায় এই সূরা নাযিল হয়। এই সূরা যখন নাযিল হয়, তখন **নবী করীম, রউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আজ রাতে আমার প্রতি এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের চাইতে প্রিয়।”

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, ৩/৩২৮, হাদীস: ৪৮৩৩)

(২) যেই সময় রমযান শরীফের চাঁদ দেখা যায় তখন সূরা ফাতাহ তিন বার পাঠ করলে সারা বছর রিযিকের মধ্যে প্রশস্থতা লাভ হয়। নৌকায় আরোহণ করার সময় পড়লে, ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদে থাকে। ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের সময় লিখে সাথে রাখলে নিরাপত্তা লাভ হয়।

(জান্নাতী যেওর, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

(৩) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য এটাকে ২১বার পাঠ করুন। যদি রমযানের চাঁদ দেখে সেটার সামনে পড়া হয় তাহলে رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সারা বছর ধরে নিরাপদ থাকবে।

(জান্নাতী যেওর, ৫৯৬ পৃষ্ঠা)

সূরা রহমানের ৪টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই কথা ইরশাদ করতে শুনেছি যে; "প্রত্যেক বস্তুর জন্য শোভা, সৌন্দর্য্য রয়েছে, আর কুরআনে পাকের সৌন্দর্য্য হলো সূরা রহমান।" (আদ দুররুল মনছুর, ৭/৬৯০)

(২) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা হাদীদ, اِذَا وَقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ (সূরা ওয়াকিয়া) ও সূরা রহমান পাঠকারীকে জমিন ও আসমানের ফিরিশতাদের মধ্যে

www.dawateislami.net

সাকিনুল ফিরদাউস (তথা জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা) বলে ডাকা হয়। (আদ দুররুল মনছুর, ৭ম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (একদা) সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট তাশরীফ আনলেন এবং সূরা রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন, আর সকলেই চুপ রইলেন। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের মাঝে এটা কোন ধরণের নিরবতা দেখছি? আমি এই সূরা জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে যখন তিলাওয়াত করি, তখন তারা তোমাদের চাইতে অনেক সুন্দর ও উত্তম উত্তর দেয়। আমি যখনই فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ এই আয়াতে পৌঁছতাম, তখন তারা বলতো: وَلَا بِشَیۡءٍ مِّنۡ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الۡحَمۡدُ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক (**আল্লাহ পাক**)! আমরা তোমার নেয়ামত সমূহের কোন নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি না। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।"

(আদ দুররুল মনছুর, ৭/২৯০)

(৪) সূরা রহমান ১১বার পাঠ করার দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এছাড়া এই সূরা লিখে এবং ধুয়ে (প্লীহা) রোগীকে পান করানো খুবই উপকারী। (জান্নাতী যেওর, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

সূরা ওয়াকিয়া এর ফযীলত

(১) এই সূরাটি অনেক বরকতময়। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সূরা ওয়াকিয়া প্রাচুর্যময় সূরা। সুতরাং এটা পড়ো এবং নিজের সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও।"

(রুহুল মাআনী, ৭/১৮৩)

(২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে দেখতে গেলেন এবং তাঁকে বললেন: যদি আমি আপনাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছু দিই তাহলে কেমন হয়? তিনি উত্তরে বললেন: আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: পরে আপনার কন্যাদের কাজে আসবে। ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আপনি আমার কন্যাদের ব্যাপারে অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করছেন, আর আমি তো তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে। আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এই কথা ইরশাদ করতে শুনেছি; "যে (ব্যক্তি) প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনো অভাব অনটনে পড়বে না।

সূরা মূল্‌ক এর ৯টি ফযীলত

(১) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় কুরআনে ৩০টি আয়াত সম্বলিত একটি সূরা আছে, যেটা আপন পাঠকের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে, এমনকি তাকে (শেষ পর্যন্ত) ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর এটা হলো تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ।

(সুনানে তিরমিযী, ৪/৪০৮, হাদীস: ২৯০০)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “কুরআনুল করিমে একটি সূরা আছে, যেটা আপন পাঠকারীর ব্যাপারে ঝগড়া করবে, শেষ পর্যন্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। আর সেটি হলো সূরা মূল্‌ক। (আদ দুররুল মনছুর, ৮/২৩৩)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন বান্দা কবরে যাবে তখন তার পায়ের দিক থেকে আযাব আসবে, তখন তার পা বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূল্‌ক পাঠ করতো। অতঃপর আযাব

যখন বুক বা পেটের দিক দিয়ে আসবে। তখন সে (বুক বা পেট) বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূল্‌ক পাঠ করতো। অতঃপর তা (আযাব) তার মাথার দিক থেকে আসবে, তখন মাথা বলবে: তোমার জন্য আমার (এ) দিক দিয়ে কোন রাস্তা নেই। কেননা, এ (ব্যক্তি) রাতে সূরা মূল্‌ক পাঠ করতো। অতএব এই সূরা হলো, বাধা প্রদানকারী, কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে। তাওরাতে এর নাম হলো, সূরা মূল্‌ক। যে (ব্যক্তি) রাতে এটা পাঠ করে নেয়, (বস্তুত সে) অনেক বেশি এবং উত্তম কাজ করে থাকে। (মুসতাদরাক আলাস্ ছহীহাইন, ৩/৩২২, হাদীস: ৩৮৯২)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি কবরের উপর নিজ তাবু গাড়লেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এখানে কবর আছে। পরে জানতে পারলেন যে, সেখানে কোন এক ব্যক্তির কবর আছে, যিনি সূরা মূল্‌ক পড়ছেন। আর সে সম্পূর্ণ সূরা সমাপ্ত করলেন। সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি

www.dawateislami.net

একটি কবরের উপর তাবু ফেলি কিন্তু আমি জানতামনা যে, সেখানে কবর রয়েছে। অথচ সেখানে এমন এক ব্যক্তির কবর ছিলো, যে প্রতিদিন সূরা মূল্ক সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করে। তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা (সূরা মূল্ক) বাধা প্রদানকারী, এটা মুক্তি দাতা, যেটা তাকে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ রেখেছে।" (সুনানে তিরমিযী, ৪/৪০৭, হাদীস: ২৮৯৯)

(৫) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার আকাঙ্ক্ষা হলো; تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ সকল মু'মিনের অন্তরে (মুখস্থ) থাকুক।"

(কানযুল উম্মাল, ১/২৯১, হাদীস: ২৬৪৫)

(৬) চাঁদ দেখার পর তা পাঠ করা হলে, তবে মাসের ৩০ দিন পর্যন্ত সে কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদে থাকবে اِنْ شَآءَ الله। এজন্য যে, এতে ৩০টি আয়াত রয়েছে, আর তা ৩০ দিনের জন্য যথেষ্ট। (তাফসীরে রুহুল মাআনী, সূরা মূল্ক, ১৫/৪)

(৭) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় আমি কুরআন শরীফে ৩০ আয়াতের একটি সূরা পাই। যে ব্যক্তি শয়নকালে (অর্থাৎ-

www.dawateislami.net

সূরাটির) তিলাওয়াত করবে, তার জন্য ৩০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার ৩০টি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তার ৩০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। **আল্লাহ পাক** আপন ফিরিশতাদের মধ্য থেকে একজন ফিরিশতা তার নিকট প্রেরণ করবেন, সে যেন তার উপর নিজ পাখা মেলে ধরে। আর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাকে সকল কিছু থেকে রক্ষা করে। আর এটা (অর্থাৎ- সূরা মূল্‌ক) হলো ঝগড়াকারী, আপন পাঠকারীর ক্ষমার জন্য কবরে ঝগড়া করবে, আর সেটা হলো تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ।

(আদ দুররুল মনছুর, ৮/২৩৩)

(৮) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতে আরাম করার (ঘুমানোর) পূর্বে সূরা মূল্‌ক, الٓمّٓ تَنْزِيْلُ (সূরা) আস সাজদাহ, তিলাওয়াত করতেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা মূল্‌ক, ১০/৯৮)

(৯) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এক লোককে বললেন: আমি কি তোমাকে একটি হাদীস উপহার স্বরূপ দিব না, যা পেয়ে তুমি খুশি হয়ে যাবে? তখন সে আরয করলো: অবশ্যই (দিন)! তখন তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বললেন: এই সূরাটি পড়ো: تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ (অর্থাৎ- সূরা মূল্‌ক) আর এই সূরাটি নিজ পরিবার পরিজন, নিজের সকল

সন্তান-সন্তুতি, ঘরের সকল বাচ্চা ও নিজ প্রতিবেশিদেরকে শিখাও (তাদেরকে এর শিক্ষা দাও)। কেননা, এটা মুক্তি দানকারী এবং কিয়ামতের দিন আপন পাঠকের জন্য **আল্লাহ পাকের** সাথে ঝগড়াকারী এবং তা তার পাঠকারীকে তালাশ করবে, যাতে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর এই কারণে তার পাঠক আযাব থেকে রক্ষা পাবে। **(আদ দুররুল মনছুর, ৮/২৩১)**

রমযানে গুনাহ সম্পাদনকারীর কবরের ভয়ানক দৃশ্য!

(লিখক: শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্না, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)

একদা আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ একদা কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তা**শরীফ** নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি নতুন কবরের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, তখন মনে মনে তার অবস্থা সম্পর্কে জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো, সুতরাং **আল্লাহ তায়ালার** মহান দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ!** এই মৃতের অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ করে দাও!" **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে তাঁর ফরিয়াদ তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুর হলো এবং দেখতে দেখতেই তাঁর ও মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো

সবই তুলে দেয়া হলো! তখন একটি কবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসলো! দেখলেন যে, মৃত লোকটি আগুনের মাঝে ডুবে আছে এবং কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট এভাবে ফরিয়াদ করছিলো:

يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّارِ۔

অর্থাৎ "হে আলী (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)! আমি আগুনে ডুবে রয়েছি এবং আগুনে জ্বলছি।" কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার হায়দারে কাররার হযরত আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ব্যাকুল করে তুললো। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আপন **দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে হাত উঠিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য আবেদন পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আলী (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)! এর পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা সে **রমযানুল মোবারক**কে অসম্মান করতো, **রমযানুল মোবারকেও** গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না, দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।" মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হয়ে গেলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন: "**হে আল্লাহ!** আমার মান

www.dawateislami.net

সম্মান তোমার হাতে, এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমাকে ডেকেছে, হে আমার **মালিক!** তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করোনা, তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া করো এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের সাগরে ঢেউ উঠলো এবং আওয়াজ আসলো: "হে আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আমি তোমার ভগ্ন হৃদয়ের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং সেই মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো। **(আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫,২৬ পৃষ্ঠা)**

কিউ না মুশকিল কোশা কহোঁ তুম কো!
তুম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

যে ব্যক্তি রোযা রাখা সত্ত্বেও গুনাহে পূর্ণ কাজ জুয়া, দাবা, লুডু, মোবাইল, আইপ্যাড, ইত্যাদিতে ভিডিও গেমস, সিনামা নাটক, গান বাজনা শ্রবণ করে, দাড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি হওয়ার আগে কেটে ফেলা, শরয়ী কারণ ব্যতীত জামাআত ছেড়ে দেয়া, বরং مَعَاذَ اللّٰہ **(আল্লাহর পানাহ)** নামায কাযা করা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, কুধারণা, ওয়াদা খেলাফী, গালি গালাজ, শরয়ী অনুমতি ব্যতীত মুসলমানকে কষ্ট দেয়,

www.dawateislami.net

শরয়ী ফকীর না হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, পিতা মাতার নাফরমানী করে, সুদ ঘুষের লেনদেন করে, ব্যবসার ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয় ইত্যাদি মন্দ কাজ পবিত্র রমযানেও বন্ধ করে না, তাদের জন্য বর্ণনাকৃত ঘটনার মধ্যে শিক্ষা রয়েছে। পবিত্র রমযানে চলমান গুনাহ থেকে বাঁচার বিষয়ে দুইটি হাদীসে মোবারাকা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিজেকে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবে। (১) যে রমযানুল মোবারক মাসে কোন গুনাহের কাজ করলো তবে আল্লাহ পাক তার এক বছরের আমল (নেকী) বরবাদ করে দিবেন। (মুজামূল আওসাত, ২/৪১৪, হাদীস: ৩৬৮৮) (২) "আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে **রমযানের** হক আদায় করতে থাকবে।" আরয করা হলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **রমযানের** হক আদায় না করাতে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া কি?" **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই মাসে সেসব হারাম কাজ করা।" তারপর ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ মাসে যেনা করলো বা মদ পান করলো, তবে আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ও যত সংখ্যক আসমানী ফিরিশতা রয়েছে সবাই তার উপর অভিশাপ করতে থাকবে, সুতরাং সেই ব্যক্তি যদি পরবর্তী

রমযান মাস আসার পূর্বেই মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো, কেননা যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহের বিষয়ও।”

(মু’জামু সগীর, ১/২৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেঁপে উঠুন! পবিত্র রমযানকে অবহেলা করা থেকে বাঁচার বিশেষ ভাবে পাথেয় সংগ্রহ করুন, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, রহমতের দরজা খোলা আছে, কান্না কাটি করে তওবা করে গুনাহ থেকে ফিরে আসুন, নেককার এবং নিয়মিত সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণ অর্জনের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার অভ্যাস গড়ে নিন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন:

আপনি যদি কাউকে বুঝাতে চান তবে হিকমত পূর্ণ পন্থা অবলম্বন করুন, কেননা সংশোধন শুধুমাত্র এভাবেই হতে পারে। অন্যথায় আক্রমনাত্মক পন্থার কারণে ক্রোধ সৃষ্টি করবে।

(১৫ রজব ১৪৪২ হিঃ, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net